জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী

শ্রীকুমুদিনী মিত্র

পুনশ্চ

গ্রন্থপ্রসঙ্গে

বাবরের পৌত্র, হুমায়ুন আর হামিদাবানুর পুত্র আকবর আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদ (১৫৪২-১৬০৫) ভারতবর্ষের তৃতীয় মোগল সম্রাট এবং ইতিহাসমনস্ক পাঠকমাত্রেই জানেন—তাঁর বিবিধগুণাবলির কারণে তিনি মহামতি আকবর নামে সুপরিচিত। কিন্তু এই 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরের শেষজীবন খুবই দুঃখময় ছিল। কয়েকটি অবাঞ্ছিত ও অভাবিত বিয়োগ ব্যথা তাঁকে ভিতরে ভিতরে রিক্ত করে তুলেছিল। দুইপুত্র মুরাদ এবং দানিয়েলের মৃত্যু, মাতৃবিয়োগ, সদাঘনিষ্ঠ আবুল ফজলের হত্যা তাঁকে তখন—

বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে—

সেই ভাবে নিষ্পত্র, শাখাহীন ও অসহায় করে তুলছিল, তখন যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহ সেই অসহায়তাকে আরও দীর্ণ করে দিয়েছিল। পুত্রকে তিনি ক্ষমা করেছিলেন বটে, কিন্তু তা সম্ভবত বীর্যবানের ক্ষমা ছিল না। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫/২৬ অক্টোবরের মধ্যরাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে যায়। পরের দিন আগ্রার প্রায় দশ কিলোমিটার দূরবর্তী সেকেন্দ্রায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়—

এইখানে মোগলের মুকুট রতন
শয়ান শান্তির মাঝে ...

যে-কোনো পিতার মৃত্যু সাধারণভাবে পুত্রের কাছে শোকাবহ ঘটনা। কিন্তু সম্রাট পিতার মৃত্যু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পুত্রের কাছে বুঝি ততখানি শোকবাহক হয়ে পড়ে না। পিতৃবিয়োগের সাতদিনের মধ্যেই উজ্জ্বলতম এবং মহার্ঘতমও বটে— পোশাকে সজ্জিত হয়ে পুত্র সেলিম নুরুদ্দিন-মহম্মদ জাহাঙ্গির বাদশাহ গাজি উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসলেন, নিজের হাতেই নিজের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করে। আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং হিন্দিভাষার সঙ্গে ইতিহাস ভূগোলে পারঙ্গম জাহাঙ্গির উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, সংগীত-চিত্রাদি ললিতকলায় বিশারদও ছিলেন। সামরিকজ্ঞানও ছিল প্রভূত পরিমাণে।

প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্যে দস্তুর-উল্-আমল নামে দ্বাদশ ঘোষণাপত্র, আইন-ই- জাহাঙ্গির-এর ঘোষণার চেয়ে একটা বড়ো পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন। প্রজাসাধারণ যাতে সহজে ন্যায় বিচার পেতে পারেন সেজন্যে তিনি আগ্রাদুর্গের শাহবুর্জ এবং যমুনার তীরে প্রতিষ্ঠিত একটি পাথরের স্তম্ভের মধ্যে ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত স্বর্ণশৃঙ্খল স্থাপন করেন—যাতে ওই শিকল টেনে খুব সাধারণ বিচারপ্রার্থীও তাঁর প্রার্থনা সরাসরি সম্রাটের কাছে নিবেদন করতে পারেন।

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়—একটা পুরোনো কথা কিন্তু সত্য কথাও। একদা তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেলিম/জাহাঙ্গিরের পুত্র খুসরভও রাজত্বের প্রথম বছরেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐতিহাসিক প্রবন্ধটির সারবত্তা প্রমাণ করেছিলেন। নানাগুণে ভূষিত হলেও এই অপরাধী পুত্রটিকে আশীর্বাদ করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে জাহাঙ্গির পরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যান্য রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অংশভাক জাহাঙ্গিরের জীবনীরচনার কোনো প্রয়াস এই মুখবন্ধে আমরা করতে চাইছি না—এই আত্মজীবনীতে তাঁর রাজত্বের প্রথমার্ধের বিবিধ বিবরণ পাঠক জানতে পারবেন—যদিও তা অবশ্যই খণ্ডিত। আপন দোষত্রুটির মতো আপন দুর্বলতা আত্মজীবনীর পরিহার করাই হয়ে থাকে—তা যদি আবার বকলমে লেখা হয়, তবে তো তা বলা বাহুল্যমাত্র। আমরা সবাই জানি জাহাঙ্গিরের রাজকীয়জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (মেহেরউন্নিসা পূর্বনামের এই পূর্বপরিণীতা সুন্দরীকে তিনি তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে, ১৯১১ সালে বিবাহ করেন)। অথচ আত্মজীবনীতে এই 'অগৌরবে'র কথা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে—এটা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষত একজন সম্রাটের পক্ষে। তাঁর আঠান্ন বছরের জীবনের (১৫৬৯-১৬২৭) মধ্যে বাইশ বছরের রাজত্ব নানা বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ।

এসব ঘটনার মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ, প্রকৃতিপ্রেমিক সৌন্দর্যপিপাসু এক কবিহৃদয়ের উপস্থিতি, প্রকৃতির পাহাড়-পর্বত-নদী-গিরি- অরণ্য-পুষ্পবৃক্ষরাজি পিপাসা, সংগীতে অনুপম আগ্রহ ও অধিকার, স্থাপত্যকলায় তুলনারহিত প্রীতি, মোগল উদ্যানে তাঁর সুরুচির চারুপ্রকাশ জাহাঙ্গিরকে প্রবাদস্থলীয় করে রাখত যদি না কিছু চরমনিষ্ঠুরতা তাঁকে কলঙ্কিত করে না রাখত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে যিনি নিত্য পরিহার করতে চাইতেন তিনিই আবার অপরিচিত সুরাপান, আমোদ ও আরামে-বিলাসে জীবনে চরম অসংযমের পরিচয় দিয়ে গেলেন।

স্বভাবতই তাঁর কলঙ্ককথা তাঁর আত্মকথার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তবুও আত্মসমালোচনায় মুখর এই সম্রাট আত্মকথায় পরিস্ফুট। তাঁর আত্মকথাটি 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি' নামেই পরিচিত। এই পাণ্ডুলিপির একটি অংশ জাহাঙ্গির সম্ভবত নিজের হাতে লিখেছিলেন। পরে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা এবং কর্মব্যস্ততার কারণে তিনি নিজের হাতে লিখে উঠতে পারেননি—বকলমে তাঁর নিযুক্ত একখানি কর্মচারী লিখেছিলেন। আত্মজীবনীটি বিন্যাস এই রকমের —রাজ্যাভিষেক, নওরোজ উৎসব, আমার রাজ্যাভিষেকের প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি খসরুর পলায়ন, রাজ্যাভিষেকের পর চতুর্থ নওরোজ, শুভ রাজ্যাভিষেকের পর পঞ্চম নওরোজ, শুভ রাজ্যাভিষেকের পর ষষ্ঠ নওরোজ উৎসব, শুভ রাজ্যাভিষেকের পর সপ্তম নওরোজ উৎসব, রাজ্যাভিষেকের অষ্টম নওরোজ, রাজ্যাভিষেকের পর নবম নববর্ষ উৎসব, আমার শুভ রাজ্যাভিষেকের পর দশম নববর্ষ উৎসব, শুভ রাজ্যাভিষেকের পর একাদশ নববর্ষ উৎসব, শুভ রাজ্যাভিষেকের পর দ্বাদশ নওরোজ উৎসব। অর্থাৎ বাইশ বছরের মধ্যে প্রথম বারো বছরের কথা এই খণ্ডিত আত্মজীবনীতে (সব আত্মজীবনীই 'খণ্ডিত' হয়) আছে—পরের দশ বছরের কথার জন্যে আমাদের অন্য বইসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা দুটি সাম্প্রতিক এদেশের বইয়ের কথা বলতে পারি—একটি বেণী প্রসাদ রচিত — 'History of Jahangir, Allahabad, 1962 এবং অন্যটি মুনি লাল-রচিত Jahangir, Delhi, 1983.

ফারসিতে রচিত এই আত্মকথা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যায় ইংরেজি অনুবাদে মাধ্যমে। অনুবাদ করেছিলেন A. Rogers. Rogers-কৃত Tuzuki-i-Jahangiri-র দুটি খণ্ড Henry Beveridge সম্পাদিত হয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বিভারিজ আগেই আকবর নামার অনুবাদও করেন। বিভারিজ (১৮৩৭-১৯২৯) আই সি এস রূপে ভারতে এসে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পদে কাজ করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। তাঁর স্ত্রী অ্যানেটও মোগল ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং হুমায়ুননামা ও বাবরনামার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।

ইংরেজ অনুবাদ প্রকাশের প্রায় অব্যহিত পরেই এর একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ করেন কুমুদিনী মৈত্র (১৮৮২-১৯৪৩)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্তম্ভ, সিটিকলেজের অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী বি এ পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে ষষ্ঠস্থান অধিকার করে 'প্রমীলাসুন্দরী সুবর্ণপদক' পান। 'শিখের বলিদান' রচয়িতা কুমুদিনী (পরে বসু) 'সুপ্রভাত' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশক করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। এর প্রথমবর্ষ থেকেই তিনি নিজে ধারাবাহিকভাবে 'জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী' প্রকাশ করতে থাকেন। সেটিই পরবর্তীকালে বিপিনবিহারী চক্রবর্তী সংকলন করে প্রকাশ করেন ১৯১২ সালে। আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য বইটি বেলুড় সাধারণ পাঠাগারে সন্ধান পেয়ে পুনর্মুদ্রিত করার অবকাশ পেয়েছি। জাহাঙ্গিরনামার প্রায় পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ অনেক পরে প্রকাশিত হয় 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে শচীন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক সোমেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক। সেই বইটিও এখন অপ্রাপ্য। অথচ এমন একটি চমৎকার 'আত্মজীবনী' পড়ার অবকাশ থেকে বঙ্গভাষী পাঠক বঞ্চিত আছেন ভেবে সংক্ষিপ্তাকার হলেও সমস্ত তথ্যবাহী ঘটনাসম্বলিত এই বিশিষ্ট সচিত্র অনুবাদটি আমরা প্রকাশে তৎপর হয়েছি। প্রীতিভাজন সন্দীপ এই বইটি সুচারুরূপে প্রকাশে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র—তৎপর হয়েছে। শ্রীমতী আঁখি সিন্‌হা রায় আমার কন্যাবৎ—তার লালনও এখানে সজীব।

মোগল ইতিহাসের একটি সজীব চিত্র, অতঃপর এসময়ের পাঠকের করায়ত্ত হল।

জানুয়ারি ২০১৩

॥ জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী ॥

সম্রাট জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী ভারতের ইতিহাসের এক অমূল্য বস্তু। পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ইহার ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক এবং জ্ঞানগর্ভকাহিনি নিতান্ত দুর্লভ। এই আত্ম-জীবনী তিন শতাব্দী পূর্বকার ভারতবর্ষের সমুদয় অবস্থা, ভারতের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সফলতা নিষ্ফলতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্জল্যমানরূপে আনয়ন করিয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গির—যিনি যৌবনে যুবরাজ সেলিম নামে অভিহিত হইতেন—যে প্রকার সরল এবং স্পষ্টভাবে আপনার দুষ্কর্ম এবং রাজ্য শাসন-প্রণালীর বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যৌবনের পাপের গুরুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যশাসনে তিনি যে সুন্দর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রজার সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে তিনি যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুশীলন যে আমাদের প্রাণে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ রাজ্যাভিষেক ॥

সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁহার আত্মজীবনীর প্রারম্ভে সেই সর্বসিদ্ধিদাতা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে এই প্রকারে তাঁহার কাহিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় আটত্রিশ বৎসর বয়সে আগ্রা নগরীতে আমি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলাম। নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব ধন সম্পত্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য এবং মিথ্যা মায়া মোহপূর্ণ সংসারকে চিরস্থায়ী জানিয়া আমি তাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম দেখিয়া কেহ আমাকে উপহাস করিবেন না। সলোমান রাজা বায়ুর উপর তাঁহার উপাধান রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি কি তাঁহার অপেক্ষা বড়ো? আমি যে মুহূর্তে সিংহাসনে বসিলাম, তখনই সূর্যোদয় হইল। আমি ইহাকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং জয়ের শুভ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। এই কারণে আমি জাহাঙ্গির বাদশা (পৃথিবীজয়ী সম্রাট) এবং জাহাঙ্গির শা (পৃথিবীজয়ী রাজা) উপাধি গ্রহণ করিলাম। রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার উপর এই কথাগুলি অঙ্কিত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম,—'সম্রাট আকবরের পুত্র, বিশ্বাসের জীবন্ত গৌরবপূর্ণ চিত্র জাহাঙ্গির এবং পৃথিবী রক্ষাকারী খসরু কর্তৃক আগ্রা নগরীতে নির্মিত হইল।'

এই সময়ে নব বৎসরের উৎসব উপলক্ষ্যে আমার পিতার সিংহাসন অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় ব্যয়ে সজ্জিত করিলাম। সিংহাসন প্রস্তুত করিতে ১৫০ কোটি টাকার মণি, মুক্তা, জহরত, এবং ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ লাগিয়াছিল; স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য সিংহাসনটি এরূপ ভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে, অনায়াসে ইহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পুনরায় সংযুক্ত করা যাইত। সমুদয় সিংহাসন পঞ্চাশ মণ সুগন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল।

আমার চিরবাঞ্ছিত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ মুকুট আমার নিকট আনিতে আদেশ করিলাম। এই মুকুট আমার পিতা পারস্যের রাজাদিগের মুকুটের ন্যায় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎপরে সমুদয় আমির এবং ওমরাহদিগের সম্মুখে মুকুট মস্তকে ধারণ করিলাম। আমার রাজ্যের সুখ এবং স্থিরতার শুভচিহ্ন স্বরূপ ইহা এক ঘণ্টা কাল আমার মস্তকে রাখিলাম। মুকুটের দ্বাদশটি কোণ ছিল, প্রত্যেক কোণে ১৫ লক্ষ টাকার এক একটি হীরকখণ্ড ছিল, মধ্যভাগে ১৫ লক্ষ টাকার একটি মুক্তা এবং অন্যান্য অংশে দুইশত চুনি ছিল। প্রত্যেক চুনির দাম ছয় হাজার টাকা। আমার পিতা নিজের সম্পত্তি হইতে এই টাকা প্রদান করেন নাই, সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে অর্পিত হইয়াছিল। আমার রাজ্যাভিষেকের শুভ সমাচার চতুর্দিকে ঘোষণা করিবার জন্য চল্লিশ দিন এবং রাত্রি রাজকীয় বাদ্যকরদিগকে বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলাম। আমার সিংহাসনের চতুর্দিকে বহু মূল্যবান স্বর্ণখচিত কার্পেট বিস্তৃত করিতে আদেশ দিলাম। নানা দিকে সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইবার নিমিত্ত স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বহু পাত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বাতি-দানে প্রায় তিন হাজার বাতি সারা রাত্রি জ্বালিয়াছিল। বহু সংখ্যক সুশ্রী, তরুণ যুবক স্বর্ণখচিত মূল্যবান রেশমি বস্ত্র এবং হিরা, চুণি, পান্না, মরকত মণির নানা অলংকারে সুসজ্জিত হইয়া উচ্চ নীচ পদানুসারে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া সবিশেষ বিনয় সহকারে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিত। সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেণির আমিরগণ জহরত এবং স্বর্ণে আপাদ মস্তক ভূষিত করিয়া উজ্জ্বল সাজে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার আজ্ঞা বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতেন। চল্লিশ দিন এবং রাত্রি ব্যাপিয়া পৃথিবীতে অতুলনীয়, অবর্ণনীয় মদগর্বিত রাজকীয় ঐশ্বর্যের এবং আড়ম্বরময় জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের দৃষ্টান্ত জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়াছিলাম।

॥ জন্মকথা ॥

আমার পিতার আটাশ বৎসর বয়সের পূর্বে যত সন্তান হইয়াছিল, কেহই একঘণ্টা কালের অধিক জীবিত থাকে নাই। ইহাতে আমার পিতা সর্বদাই অতিশয় বিষণ্ণ-চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট কত আকুল প্রার্থনা করিতেন। যখন তিনি চিন্তা এবং দুঃখে এই

প্রকারে জর্জরিত, তখন একজন আমির, সাধু ফকিরের প্রতি আমার পিতার বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগ আছে জানিয়া, আজমির নগরের ভক্তিভাজন মইনুদ্দিন তেহুতির সমাধিক্ষেত্রবাসী এক পবিত্রচেতা ফকিরের নিকট গমন করিতে বলেন। আশা এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিতা বলিলেন,—যদি ভগবান তাঁহাকে একটি সন্তান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই সাধুকে পূজা অর্পণ করিবার নিমিত্ত আগ্রা হইতে আজমির (প্রায় ১৪০ ক্রোশ পথ) পদব্রজে গমন করিবেন! আমার পিতার এই সংকল্প হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া আমার শিশু ভ্রাতার মৃত্যুর ঠিক ছয় মাস পরে সর্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আমাকে এই পৃথিবীতে আনিলেন। পিতা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে রাজদরবারের কয়েকটি আমিরকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাঁহারা মইনুদ্দিনের কবরে উপনীত হইলেন। পিতা প্রথমে মইনুদ্দিনের কবরে পূজা অর্পণ করিয়া সেই সাধু ফকিরের অন্বেষণে গমন করিলেন। এই ফকিরের নাম সেলিম। আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পিতা ফকিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমার নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার আর কয়টি সন্তান হইবে, তাহাও জানাইতে বলিলেন। রাজ্যেশ্বরের সাক্ষাতে সাধু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—'ভগবানের ইচ্ছায় আপনার তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।' পিতা বলিলেন—'ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটিকে আপনার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়াছি।' সাধু উত্তর করিলেন, 'ভগবান ইহাকে আশীর্বাদ করুন, আপনি যখন ইহাকে আমার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমার নামানুসারে এই শিশুর নাম মহম্মদ সেলিম রাখিলাম।' পিতা সাধুর এই প্রকার প্রীতিপূর্ণ ভাব অত্যন্ত মঙ্গলজনক মনে করিয়াছিলেন। এই ফকিরের সহিত চোদ্দো বৎসর পর্যন্ত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। পিতা আমাকে কখনও 'সেলিম' বলিয়া ডাকিতেন না, সর্বদাই তিনি আমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। হয়তো, শেষ জীবন পর্যন্ত আমি সুলতান সেলিম নামেই অভিহিত হইতাম কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদিগের তুল্য হইবার জন্য জাহাঙ্গির বাদশা উপাধি ধারণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব।

॥ দ্বাদশটি আদেশ ॥

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই আমি 'ন্যায়ের শৃঙ্খল' প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। এই শৃঙ্খল স্বর্ণদ্বারা নির্মিত হইল। ইহা ১৪০ গজ দীর্ঘ এবং ইহার স্থানে স্থানে আশিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযুক্ত ছিল, ইহা একুশ মন ভারি ছিল। এই শৃঙ্খলের একদিক আগ্রার রাজকীয় প্রাসাদের প্রাচীরে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্য

দিক যমুনা নদীর তটের নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের সহিত যুক্ত ছিল। আমি কর্মচারীগণের প্রতি নিম্নলিখিত দ্বাদশটি হুকুম জারি করিলাম।

১। আমি প্রজাদিগের জেখত, সিরমোহারি এবং তুম্‌ঘা নামক তিনটি কর মাপ করিতেছি। ইহা হইতে আমার পিতা ১৬ হাজার মন সুবর্ণ* রাজস্ব স্বরূপ পাইতেন।

২। আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ঈশ্বরের সন্তানদিগের সম্পত্তি ডাকাতি অথবা কোনো প্রকার অত্যাচারে অপহৃত হইলে, আমি আদেশ করিতেছি যে, সেই জেলার অধিবাসীগণ দোষী ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে কিংবা অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। কোনো জেলা জনশূন্য হইলে কিংবা পতিত থাকিলে তথায় নগর নির্মাণ করিতে, জনসংখ্যা নির্ধারণ করিতে এবং প্রজাদিগকে সর্বপ্রকার উৎপীড়ন এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ প্রচার করিতেছি। জনশূন্য জেলাগুলিকে লোকপূর্ণ করিবার নিমিত্ত জায়গিরদারদিগকে পরিত্যক্ত স্থানসমূহে মসজিদ নির্মাণ করিতে ও যাহাতে প্রজাগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে তজ্জন্য পান্থনিবাস, পথিকদিগের বিশ্রামাগার স্থাপন করিতে আদেশ করিতেছি। যে সকল জেলা প্রত্যক্ষভাবে আমার শাসনাধীন এবং যে সকল স্থানে ক্রৌরী** বাস করেন, সেই জেলায় উপরোক্ত কর্মচারীকে এই সকল নির্মাণ করিবার সমুদয় ব্যয় রাজকোষ হইতে নির্বাহ করিতে আদেশ দিতেছি।

৩। সওদাগরদিগের অনুমতি ব্যতীত তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যের বস্তা খোলা অথবা কোনো বস্তুতে হস্তার্পণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তাহারা তাহাদের দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তখন ক্রেতাগণ কোনো গোলমাল না করিয়া তাহা ক্রয় করিতে পারিবে।

৪। কোনো বে-সরকারি ব্যক্তি সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে পর, কেহই তাহার সম্পত্তি লইয়া গোলমাল করিতে পারিবে না, কিংবা তাহার সন্তানদের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার সম্পত্তি উপাসনাগৃহ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন অথবা কোনো প্রকার জনহিতকর কার্যে ব্যয়িত হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহার আত্মার কল্যাণও সাধিত হইবে।

৫। কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কিংবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। যদিও আমি ১৬ বৎসর বয়স হইতে মদ্যপান করিতেছি, তথাপি আমি

---

* এক মনে ২৮ সের।

** সম্রাট আকবর এই পদ স্থাপন করেন। এই কর্মচারীর উপর এক ক্রোর দাম (এক টাকায় ৪০ দাম হইত) সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত ছিল, এই জন্য তিনি ক্রৌরী নামে অভিহিত হইতেন।

এই নিয়ম প্রবর্তন করিতেছি। কেননা অতিরিক্ত মদ্যপানে মানুষের সকল দুর্বলতা প্রকাশিত হয়, শারীরিক শক্তি বিনষ্ট হয় এবং মিথ্যা বাসনা জাগরিত হয়। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমারও এই সকল দুর্বলতা হইয়াছে। আমি এতদূর মদ্যপানের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, এক ঘণ্টা মদ্যপান না করিলে আমার হস্তদ্বয় কম্পিত হইত এবং আমি বিশ্রাম করিতেও অশক্ত হইতাম। আমি প্রত্যহ কুড়ি পেয়ালা মদ্য পান করিতাম। প্রত্যেক পেয়ালায় অর্ধ সের মদ্য থাকিত। সময় সময় কুড়ি পেয়ালারও অধিক মদ্যপান করিতাম। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম এবং মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে আমার অবস্থা অতিশয় বিপজ্জনক হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে এই কদভ্যাস দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। আমার একান্ত চেষ্টার ফলে ছয় মাসের মধ্যে মদ্যপানের পরিমাণ হ্রাস করিয়া প্রত্যহ কুড়ি পেয়ালা হইতে পাঁচ পেয়ালা করিলাম। আমি নিয়ম করিলাম যে, সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্বে মদ্যপান করিব, অন্য সময়ে নহে। কিন্তু এখন রাজ্যসংক্রান্ত কার্যে আমাকে এতদূর অভিনিবিষ্ট থাকিতে হয় যে, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার পর আমি মদ্যপান করি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি যে, আমার পিতামহ হুমায়ূনের ন্যায় ৪৫ বৎসরের পূর্বেই আমি মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। 'যে কার্যে ঈশ্বর তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কার্য না করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য এবং ইহা করিলেই অনন্ত মুক্তির পথ মুক্ত হইবে।'

৬। আমার রাজ্যে কোনো প্রজার গৃহে কোনো ব্যক্তি তাঁহার বিনা সম্মতিতে জোর করিয়া বাস করিতে পারিবে না। সৈনিকগণ কোনো নগরে আসিলে জোর জবরদস্তি না করিয়া সম্মতি লইয়া এবং ভাড়া দিয়া কাহারও গৃহে বাস করিতে পারিবে। এরূপ গৃহ না পাইলে তাহারা তাঁবু খাটাইয়া তাহাতে বাস করিতে বাধ্য। কারণ কোনো অপরিচিত ব্যক্তি জোর করিয়া আসিয়া পরিবারের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং হয়তো স্ত্রীপুত্রকে ক্লেশ দিয়া বাটীর ভালো অংশটি দখল করিয়া বসিলে সকলের পক্ষেই অতিশয় কষ্টকর হয়।

৭। কোনো অপরাধের জন্য কাহারও নাসিকা কিংবা কর্ণ কর্তন করা হইবে না। যদি কেহ চৌর্য অপরাধে অপরাধী হয়, তাহা হইলে অপরাধীকে কণ্টকময় চাবুক দ্বারা মারিতে হইবে অথবা কোরান স্পর্শ করাইয়া তাহাকে চৌর্যের পথ হইতে ফিরাইতে হইবে।

৮। ক্রৌরী এবং জায়গিরদারগণ কোনো প্রজার জমি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে কিংবা তাহাদের জমিতে চাষবাস করিতে পারিবে না। কোনো জেলার জায়গিরদার তাহার এলেকার সীমার বাহিরে কোনো প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। কিংবা অন্য জেলার পালিত পশু অথবা মনুষ্য নিজের জেলায় বলপূর্বক আনিতে পারিবে